সুবিচার প্রতিষ্ঠা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে 'সুবিচার প্রতিষ্ঠা'।

সুবিচার, ন্যায়বিচার, এতিমদের হক, বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, মাপ ও ওজনে কম না দেয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত কোরআন মজীদে ৫০ এর অধিক আয়াত রয়েছে এবং অসংখ্য হাদীসে এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোরআন মজীদের عدل এবং قسط শব্দ দুটি দ্বারা ন্যায়বিচার ও ইনসাফ করা বুঝায়।

পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ ইরশাদ করেন

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٦ **النَّحل ٩٠**

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। **আন নাহল ১৬:৯০**

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥٧ **الحَديد ٢٥**

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচন্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলগণকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। **আল-হাদীদ ৫৭:২৫**

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٦ **الأنْعام ١٥٢**

ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে- স্বজনের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। **আল আনআম ৬:১৫২**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٦ **النِّسـاء ١٣٥**

হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় ; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন। **আন নিসা ৪:১৩৫**

`

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١١ **هُود ٨٥**

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন করিও, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। **হুদ ১১:৮৫**

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٦٠ **المُمتَحَنة ٨**

দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার করে নাই তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। **আল-মুমতাহিনাহ ৬০:৮**

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٦ **النِّسـاء ٥٨**

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। **আন নিসা ৪:৫৮**

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ٧ **الأعراف ١٨١**

যাহাদেরকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায় এবং ন্যায়ভাবে বিচার করে। **আল আরাফ ৭:১৮১**

كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ٨٩ **الفَجْر ١٧**

না, কখনও নয়। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, **আল ফাজ্‌র ৮৯:১৭**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَىٰ **৯৩ الضَّحى ১**

শপথ পূর্বাহ্নের, **আদ-দুহা ৯৩:১**

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ **৯৩ الضَّحى ২**

শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম, **আদ-দুহা ৯৩:২**

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ **৯৩ الضَّحى ৩**

তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই। **আদ-দুহা ৯৩:৩**

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ **৯৩ الضَّحى ٤**

তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। **আদ-দুহা ৯৩:৪**

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ **৯৩ الضَّحى ৫**

অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে। **আদ-দুহা ৯৩:৫**

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ **৯৩ الضَّحى ٦**

তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই? **আদ-দুহা ৯৩:৬**

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ **৯৩ الضَّحى ৭**

তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। **আদ-দুহা ৯৩:৭**

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ **৯৩ الضَّحى ৮**

তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন, **আদ-দুহা ৯৩:৮**

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ **৯৩ الضَّحى ৯**

সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না ; **আদ-দুহা ৯৩:৯**

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ **৯৩ الضَّحى ১০**

এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না। **আদ-দুহা ৯৩:১০**

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ **৯৩ الضَّحى ১১**

তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও। **আদ-দুহা ৯৩:১১**

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ **٢ البَقَرة ١٢٣**

এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না, কাহারও নিকট হইতে কোন বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং কোন সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্তও হইবে না। **আল বাকারা ২:১২৩**

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا **٤ النِّســاء ١٢٩**

আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না; তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। **আন নিসা ৪:১২৯**

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ **١٠ يُونُس ٥٤**

প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি তাহার হইত তবে সে মুক্তির বিনিময়ে উহা দিয়া দিত; এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন মনস্তাপ গোপন করিবে। উহাদের মীমাংসা ন্যায়বিচারের সঙ্গে করা হইবে এবং উহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না। **ইউনুস ১০:৫৪**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ **١٠٧ الماعُون ١**

তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে? **মাউন ১০৭:১**

فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ **١٠٧ الماعُون ٢**

সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়। **মাউন ১০৭:২**

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ **١٠٧ الماعُون ٣**

এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। **মাউন ১০৭:৩**

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ **١٠٧ الماعُون ٤**

সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, **মাউন ১০৭:৪**

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ١٠٧ **الماعُون ٥**

যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, **মাউন ১০৭:৫**

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ١٠٧ **الماعُون ٦**

যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে, **মাউন ১০৭:৬**

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ١٠٧ **الماعُون ٧**

এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। **মাউন ১০৭:৭**

সুবিচার প্রতিষ্ঠায় হাদীস সমূহ

বুখারী শরীফ হাদিস নম্বর ৬৭৮৭:

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, উসামাহ (রাঃ) এক মহিলার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের আগেকার সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ তারা নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর শারী'আতের শাস্তি কায়িম করত। আর শরীফ লোকদের অব্যাহতি দিত। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জান, ফাতিমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।

মুসলিম শরীফ হাদীস নম্বর ৪৪৩৯:

যারা ন্যায়পরায়ন ছিল তারা বিচারের দিন সুমহান, দয়াময় আল্লাহর সামনে আলোর মধ্যে অবস্থান করবে। তাঁর (আল্লাহর) ডান পার্শ্বে হবে আলোর মঞ্চ। আল্লাহর ডান ও বাম দুই পার্শ্বই সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ। ঐ আলোর মঞ্চে জায়গা হবে তাদের যারা তাদের পরিবার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

মুসলিম শরীফ হাদীস নম্বর ২৫৭৭:

আল্লাহ বলেন: হে আমার বান্দারা, আমি অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন আমার জন্য নিষিদ্ধ করেছি। এবং তোমাদের জন্যও এ গুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা অন্য কারও উপর অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন করবে না।

মুসলিম শরীফ হাদীস নম্বর ২৫৭৮:

অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন করা থেকে তোমরা নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো। এ গুলো বিচারের দিন তোমার জন্য অন্ধকার সৃষ্টি করবে। লোভ করা থেকে নিজেদের রক্ষা করো। কারন লোভই তোমাদের পূর্বের জাতিদের ধ্বংস করেছে। এই লোভের কারনেই তারা পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং অবৈধ কাজকে বৈধ বানিয়েছে।

মুসনদে আহমদ হাদীস নম্বর ১২১৪০:

নির্যাতিতের অভিশাপের দোয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকো সাবধান হও। যদি নির্যাতিতরা অমুসলিমও হয়। নির্যাতিতের দোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই।

সুনানে আবু দাউদ হাদীস নম্বর ৫১০০:

রসূল (দ:) প্রশ্ন করা হয়েছিল: অন্ধ গোষ্ঠীস্বার্থ, জাতিস্বার্থ কি? তিনি বলেছিলেন: তুমি যদি তোমার গোষ্ঠী ও জাতির লোকদেরকে অন্যের প্রতি অন্যায় ও জুলুম করতে সাহায্য করো।

সুনানে তিরমিজী শরীফ হাদীস নম্বর ২০০৭:

তোমরা অন্ধ অনুসরনকারী হয়ো না। এবং এটা বলো না, তারা ভাল হলে আমরা ভাল, তারা খারাপ হলে আমরা খারাপ। বরং তুমি মনোস্থির করো, যদি তারা ভালো হয় আমরা ভালো, যদি তারা মন্দ হয়, আমরা অন্যায়কারী হবো না।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর কালাম আলকুরআন ও রসূলের সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমানিত যে অত্যাচার বিহীন ন্যায়বিচার সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য। আমাদের সাধ্যঅনুযায়ী পরিবারে, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে এবং সমাজে আমরা সুবিচার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করি এবং অন্যদেরকে এই কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করি।

আমীন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।